খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা- ৯২০৩

পারিবারিক বাসা বরাদ্দ নীতিমালা

(গত ১২/০৬/২০১৯ইং তারিখের স্মারক নং-খুপ্রবি/৪৮৮৭/৩(১) মোতাবেক গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং গত ১৯/১০/২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৬৫তম সভায় অনুমোদিত)

ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই নীতিমালা "বিশ্ববিদ্যালয় পারিবারিক বাসা বরাদ্দ নীতিমালা-২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২। সংজ্ঞা- এ নীতিমালার বিষয়ের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় বর্ণিত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে-

(ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" বলতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাবে।

(খ) "বাসা" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পারিবারিক বাসস্থান বুঝাবে।

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরকে বুঝাবে।

(ঘ) "পরিবার" বলতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এবং সৎ-সন্তানকে বুঝাবে এবং পিতা-মাতা, বোন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই (প্রতিবন্ধী) অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তারা তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়।

(ঙ) "শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বলতে নিয়মিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহকে, অবকাশরিক্তিতে ও উন্নয়ন খাতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারী বুঝাবে।

ধারা-৩। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাধারণ নিয়মাবলীঃ

(১) বাসা খালি হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদিত ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করবেন। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

(২) বাসা বরাদ্দের জন্য জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে চাকরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় (যাদের ক্যাম্পাসে বসবাস করা বা রাখা অত্যাবশ্যক) এ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি বা বিশেষ অবস্থায় ঐ পদে কর্মরত ব্যক্তির জন্য বাসা বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়ে বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন।

(৪) বহুদিন যাবৎ বাসা খালি থাকা সাপেক্ষে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অনিয়মিত (দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক) কর্মচারীকে সাময়িক ভাবে বাসা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে ০১ (এক) মাসের নোটিশে কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসা খালি করতে পারবেন।

(৫) বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা শ্রেণী ছাড়া নিম্ন বেতন স্কেলের আবেদনকারীকে উচ্চশ্রেণীর বাসা (শুধুমাত্র নিচতলার জন্য প্রযোজ্য) বরাদ্দ দেয়া যাবে যদি ঐ শ্রেণীর বাসার জন্য কোন আবেদনকারী না থাকে এবং দীর্ঘ দিন বাসা খালি অবস্থায় থাকে। তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) শিক্ষক/কর্মকর্তাদের জন্য শ্রেণীভূক্ত বাসা কেবল শিক্ষক/কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং কর্মচারীদের জন্য শ্রেণীভূক্ত বাসা কেবল কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(খ) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত শ্রেণীভূক্ত বাসার চেয়ে এক ধাপ উপরের শ্রেণীর বাসার জন্য আবেদন করতে পারবেন, যদি তাঁর জন্য নির্ধারিত শ্রেণীর বাসা খালি না থাকে।

(৬) কোন শিক্ষক বা কর্মকর্তা তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসার চেয়ে সর্ব নিম্ন দুই ধাপ নিম্নশ্রেণীর বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি তার প্রাপ্যতা শ্রেণিভূক্ত কোন বাসা খালি না থাকে।

(৭) আবেদনকারী তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসার চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর বাসা প্রাপ্ত হলে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি ভাড়া কর্তন করবেন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন করবেন।

(৮) আবেদনকারী তাঁর জন্য নির্ধারিত বাসার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর বাসা প্রাপ্ত হলে নিম্ন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ি ভাড়া কর্তন করবেন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন করবেন।

(৯) বাসা বদলের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অনধিক দুইবার পর্যন্ত বাসা পরিবর্তন করা যাবে।

ধারা-৪। বাসার শ্রেণী বিন্যাসঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বাসাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস এবং কোন শ্রেণীর চাকরীজীবি কোন শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির অধিকারী হবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

বাসার শ্রেণী	ভবনসমূহ	প্রাপ্যতা	বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড
সুপিরিয়র	ভাইস-চ্যান্সেলর ভবন	ভাইস-চ্যান্সেলর	
এ	ভবন নং- ১, ২, ৩	অধ্যাপক	১ ও ২নং
বি	ভবন নং- ৪	অধ্যাপক ও সমপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা	৩নং
সি	ভবন নং- ৫, ৬	সহযোগী অধ্যাপক ও সমপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা	৪নং
ডি	ভবন নং- ৭, ৮, ৯, ১০	সহকারী অধ্যাপক ও সমপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা এবং সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা	৫ ও ৬নং
ই	ভবন নং- ১১, ১২, ১৩, ১৪	প্রভাষক ও সমপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা এবং সহকারী অধ্যাপকের নিম্নপর্যায়ের স্কেলের কর্মকর্তা	৭, ৮ ও ৯নং
এফ	ভবন নং- ১৬, ১৭	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ	১১নং – ১৭নং
জি	ভবন নং- ১৫, ১৮	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ	১৮নং – ২০নং

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

২য় শ্রেনীর কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা আবাসিক ভবন তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ১২, ১৩ ও ১৪নং ভবনসমূহের নিচতলা খালি থাকা সাপেক্ষে অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

ধারা-৫। বাসা বরাদ্দ কমিটি গঠন ও তাঁর দায়িত্বঃ

বাসা বরাদ্দের জন্য ০৬ (ছয়) সদস্যের একটি কমিটি কাজ করবে যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত হবে। যার সদস্যদের মেয়াদ দুই বছর হবে। কমিটি এই নীতিমালা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের সুপারিশ করবেন।

"বাসা বরাদ্দ কমিটি" নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে।

১। সভাপতি ঃ ডীনগণের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ০১ জন।

২। সদস্য ঃ (ক) বিভাগীয় প্রধানগণের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ০২ জন ।
(খ) প্রভোষ্ট গণের মধ্যে থেকে পর্যায়ক্রমে ০১ জন।
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রারের দপ্তর, যিনি ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হবেন।

৩। সদস্য-সচিব ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠতম), অত্র বিশ্ববিদ্যালয়।

ধারা-৬। বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারণ ঃ

(ক) যদি কোন বাসার জন্য প্রাপ্যতা শ্রেণীর চেয়ে উচ্চতর পদের কোন আবেদনকারী থাকে তা হলে বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাকেঁ অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যদি উক্ত আবেদনকারীর প্রাপ্যতা শ্রেণিভূক্ত কোন বাসা খালি না থাকে।

(খ) শিক্ষক ও কর্মকর্তার ভিতর শিক্ষকদের ১ (এক) বছরের এ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি প্রদান করা হবে।

(গ) মহিলা শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বামী অথবা পিতার (অবিবাহিত হলে) সাথে বসবাস না করলে ২ (দুই) বছরের এ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি পাবেন।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের এডহক, উন্নয়ন প্রকল্প বা অবকাশরিক্তি পদের চাকরীকালকে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারনের জন্য ধরা হবে।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর এডহক ও উন্নয়ন প্রকল্প পদের চাকরীকালকে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারনের জন্য ধরা হবে।

ধারা- ৬ (১) । এ, বি, সি, ডি ও ই শ্রেণীর জন্য প্রাধিকার নির্ধারণঃ

কোন বাসা বরাদ্দের জন্য সমশ্রেণীভূক্ত পদে আবেদনকারী একাধিক হলে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত ধারাগুলোর নিয়ম অনুসরণ করতে হবেঃ

i) যে কোন নির্দিষ্ট পদে যোগদানের তারিখকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি ধরে জ্যেষ্ঠতমকে বাসা বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরীর জন্য ধারা ৬ এর (ক) হতে (ঙ) পর্যন্ত সব ধারাগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

ii) যদি একাধিক আবেদনকারীর বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ একই হয় সেক্ষেত্রে পূর্বের পদের যোগদানের তারিখকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হিসেবে ধরতে হবে।

iii) একাধিক আবেদনকারীর নিম্নপদগুলোতে ধারাবাহিক নিয়োগের তারিখ একই হলে সে ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণের চাকরীর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। চাকরীর দৈর্ঘ্য হিসেবের জন্য ধারা-৭ দেখুন।

iv) যদি একাধিক আবেদনকারীর চাকুরীর দৈর্ঘ্য একই হয় সেক্ষেত্রে যিনি উচ্চতর বেতন গ্রহণ করেন তিনি জ্যেষ্ঠতর বিবেচিত হবেন।

v) চাকরীর দৈর্ঘ্য এবং বেতন সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

vi) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

ধারা- ৬ (২) । এফ এবং জি শ্রেণীর জন্য প্রাধিকার নির্ধারণঃ

জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত ধারাগুলোর নিয়ম অনুসরণ করতে হবেঃ

i) গ্রেড অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

ii) যে কোন নির্দিষ্ট গ্রেডে যোগদানের তারিখকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

iii) কোন গ্রেডে যোগদানের তারিখ একই হলে উচ্চতর বেতনের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নিরুপন করা হবে।

iv) একাধিক আবেদন কারীর বর্তমান গ্রেড ও উক্ত গ্রেডে যোগদানের তারিখ একই হলে আবেদনকারীর চাকুরীর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নিরুপন করা হবে। চাকরীর দৈর্ঘ্য হিসেবের জন্য ধারা-৭ দেখুন।

v) চাকরীর দৈর্ঘ্য এবং বেতন সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

vi) উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

ধারা-৭। চাকরীর দৈর্ঘ্যের হিসাব নিরূপন ঃ

(ক) খন্ডকালীন/চুক্তিভিত্তিক চাকরীকাল ব্যতিত প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ, বিআইটি খুলনা ও বিশ্ববিদ্যালয়- এর মোট চাকরীকাল গণনা করতে হবে।

(খ) যে সকল আবেদনকারী ইতোপূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেছেন এবং তাঁর ঐ চাকরীকে উচ্চতর পদের যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়োগদান করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তাকেঁ উচ্চতর পদের যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্নকালকে চাকরীকাল হিসাবে গণ্য করে চাকরীর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হবে।

(গ) ধারা ৬ এর (খ) হতে (ঙ) পর্যন্ত সব ধারাগুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

ধারা-৮। বাসা বরাদ্দ প্রদানঃ

কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসে নির্ধারিত তারিখে বাসা বরাদ্দ প্রদানের জন্য আবেদন পত্র আহবান করবেন। আবেদন পত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখের পরে কর্তৃপক্ষ ফরমের তথ্য সংস্থাপন ও হিসাব শাখার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করবেন। যাচাই করার পর কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তগুলো পর্যালোচনা করে নীতিমালা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতম আবেদনকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দপ্তর হতে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করা হবে।

ধারা-৯। বাসার দখল গ্রহনঃ

বাসা বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রকৌশল শাখা হতে বরাদ্দ গ্রহীতা বাসার দখল বুঝে নিবেন এবং বাসার সকল সরঞ্জামাদি এন্ড ফিটিংস বুঝে পাওয়ার নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে জমা দিবেন। বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বুঝে নিতে ব্যর্থ হলে ৮ম দিন বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

যদি বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বাসা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, সেক্ষেত্রে বরাদ্দ আদেশ জারীর দিন থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বাসা বরাদ্দের জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন না।

ধারা-১০। বাসার দখল হস্তান্তরঃ

(ক) বাসা বাতিল করতে হলে কমপক্ষে ৭ (সাত) কর্ম দিবস পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

(খ) কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্রটি প্রকৌশল শাখাকে বাসাটির দখল হস্তান্তর বুঝে নেওয়ার জন্য হস্তান্তর করবেন।

(গ) বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রকৌশল শাখার নিকট বাসার দখল বুঝে দিবেন।

(ঘ) প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে বাসাটি বুঝে নেওয়ার পর কর্তপক্ষ বাসাটির বরাদ্দ বাতিল চুড়ান্ত করবেন।

ধারা-১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ বাতিলকরণঃ

(ক) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত বাসা বরাদ্দ হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর বা তাঁর পরিবার তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসায় সাধারণভাবে বসবাস না করেন, তা হলে উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হবে।

(খ) একজন বরাদ্দ গ্রহীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন। যদি তাঁর আচরণ বা তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের বা তাঁর সাথে বসবাসকারী অন্য কোন ব্যক্তির আচরণ এলাকায় উপদ্রব বা সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁর বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন বা তাকে অন্য কোন বাসায় স্থানান্তর করতে পারবেন।

(গ) বরাদ্দ গ্রহীতা উপদ্রবকারী গৃহপালিত পশু (গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি), হাঁস, মুরগী বা কোন পাখী পালন করতে পারবেন না। এই আইন অমান্য করলে কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

ধারা-১২। সমঝোতামূলক বদলঃ

দু'জন বরাদ্দ গ্রহীতা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বাসা বদল করতে পারবেন না, বদল করা হলে নিয়ম ভঙ্গের কারণে উভয়ের নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলযোগ্য হবে।

ধারা-১৩। সাবলেটিং ঃ

(১) বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা সাবলেট প্রদান করতে পারবেন না এবং উহা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(২) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা সাবলেট প্রদান করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন এবং উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আচরণ বিধিমালার আওতায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(৩) সাবলেট প্রদানের দায়ে দোষী কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা প্রত্যর্পনের তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৪) যেহেতু বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক/কর্মকর্তাদের কোন ডরমিটরি নাই তাই মহিলা শিক্ষক/কর্মকর্তাদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করতে পারবেন।

ধারা-১৪। অনুমোদন ব্যতিত বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনঃ

কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজ নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসায় কোন পরিবর্তন সাধন করলে এবং/অথবা এতে কোন নতুন কাঠামো তৈরী বা স্থাপন করলে এবং/অথবা এর কোন অংশ ভেঙ্গে ফেললে প্রধান প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণ কর্তৃপক্ষ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে তাঁর বেতন বিল/অবসর ভাতা/সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে উক্ত অর্থ কর্তন করতে পারবেন।

ধারা-১৫। ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক/কর্মকর্তার বাসা দখলে রাখাঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ডেপুটেশনে (প্রেষণে) থাকলে তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত দখলে রাখতে পারবেন। অবশ্য পরিবারকে রাখতে বাধ্য হলে বা ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া অথবা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৬। লিয়েনে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তার বাসা প্রাপ্তিঃ

লিয়েনে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দখলে রাখতে পারবেন। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৭। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বাসা দখলে রাখাঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর পি.আর.এল. সমাপ্তের পর হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৩ (তিন) মাস বাসা দখলে রাখতে পারবেন। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ০৬ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। অবসরে যাওয়ার পূর্বে যে শ্রেণীর বাসায় যে হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতেন উক্ত সময়ে তিনি সে হারে বাসা ভাড়া কর্তন করবেন। তা না হলে উক্ত ভাড়ার টাকা তাঁর অবসর ভাতা/সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার পি.আর.এল. সমাপ্ত করে অবসরে যাওয়ার কারণে পূর্ব হতে একই বাসায় যৌথ পরিবার হিসাবে বসবাসকারী তাঁর পিতা বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিতা কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রী অনুকূলে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীজীবি হিসাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাধিকার প্রাপ্ত হন। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তি উক্ত বাসা নিজ নামে বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করবেন।

ধারা-১৮। শিক্ষা ছুটিতে গমনকারীর পক্ষে বাসা দখলে রাখাঃ

শিক্ষা ছুটিতে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা ছুটিতে গমনের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। অবশ্য তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার কারণে বরাদ্দ বহাল রাখা একান্ত আবশ্যকীয় প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১ (এক) বছর পর্যন্ত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। উক্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল কর্তন করা হবে। অবশ্য বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষায় গমন করে উপর্যুক্ত সময়ের জন্য বাসা দখলে রাখলে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

ধারা-১৯। পদত্যাগ/অপসারণ/চাকরীচ্যুতি ইত্যাদি কারণে বাসা দখলে রাখাঃ

বরাদ্দ গ্রহীতার চাকরী হতে পদত্যাগ, অপসারণ, চাকরীচ্যুতি, এরূপ ঘটনার দুই মাসের মধ্যে বাসার দখল হস্তান্তর করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ২ (দুই) মাসের জন্য পদত্যাগ, অপসারণ বা চাকরীচ্যুতির পূর্ব মাসের বাসা ভাড়ার সমপরিমান টাকা প্রত্যেক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী হিসাব ও অর্থ শাখায় অগ্রিম জমা দিবেন।

কোন বরাদ্দ গ্রহীতা, চাকরি হতে অপসারিত, চাকরীচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক চাকরি হতে অপসারিত, চাকরীচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা ছয় মাস, দুয়ের মধ্যে যা কম, উক্ত সময় পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পারবেন।

ধারা-২০। চাকরীরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে বাসা দখলে রাখাঃ

বরাদ্দ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে, সাধারণ ভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বরাদ্দ গ্রহীতার বিধবা স্ত্রী বাসা খালি করে দিবেন। যদি মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান রেখে যান এবং তাদের নিজস্ব কোন পর্যাপ্ত আয়ের উৎস না থাকে, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বাসা দখলে রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বাসার বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, গ্যাস ইত্যাদির বিল উক্ত পরিবার পরিশোধ করবেন। তবে প্রয়োজনে উক্ত পরিবারকে স্বল্প পরিসরের বাসায় স্থানান্তরের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে পূর্ব হতে একই বাসায় যৌথ পরিবার হিসেবে বসবাসকারী মৃতের পিতা বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিতা কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূলে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীজীবি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

ধারা-২১। সাবাটিক্যাল ছুটি/কর্তব্যরত ছুটিতে থাকাকালীন বাসা দখলে রাখাঃ

সাবাটিক্যাল ছুটি/কর্তব্যরত ছুটি প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বরাদ্দপ্রাপ্ত

বাসায় তাঁর পরিবার বসবাস করার শর্তে তিনি বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসাটি ছুটি কালীন সময়ের জন্য নিজ দখলে রাখতে পারবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া কর্তন করা হবে।

ধারা-২২। শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)/সাবাটিক্যাল ছুটি -এ থাকা অবস্থায় কেউ বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। তবে যোগদানের মাসের পূর্ব মাসে আবেদন করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যোগদানের মাসে যোগদান না করলে বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-২৩। কোয়ার্টার সংলগ্ন গ্যারেজ বরাদ্দঃ

(ক) কোয়ার্টারে বসবাসকারীর যদি গাড়ী থাকে তাহলে কোয়ার্টারের নিকটস্থ গ্যারেজে প্রাপ্তি সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া যাবে। সে জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে।

(খ) একের অধিক গ্যারেজ কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

(গ) ক্যাম্পাসের বাইরে বসবাসকারী শিক্ষক/কর্মকর্তার জন্য গ্যারেজ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

(ঘ) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা গাড়ী না থাকা অবস্থায় গ্যারেজ দখলে রাখতে পারবেন না।

ধারা-২৪। এ নীতিমালার কোন ধারাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগনিত হবে।

ধারা-২৫। কর্তৃপক্ষ সময় সময় এ বিষয়ে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংযোজন করবেন তাও কার্যকরী হবে।